তারিখ ... 28 JAN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম 3 ... ...

দৈনিক ইনকিলাব

020

শিক্ষাঙ্গন

নতুন করে সৃষ্ট ভর্তি সমস্যা

স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা এখনো চলছে। তবে এ পরীক্ষা সরকারীভাবে ঘোষিত নয় এবং সরকারী স্কুলসমূহের নয়। পুনরায় সরকারীভাবে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয় বিগত ৮ ও ৯ জানুয়ারী। সে নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী শহরের উল্লেখযোগ্য স্কুলসমূহে ৮ জানুয়ারী মেয়েদের এবং ৯ জানুয়ারী ছেলেদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কারণে যেসকল স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি, সেসকল স্কুলে ১০ ও ১১ জানুয়ারী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

তবে নির্ধারিত তারিখের পরে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলো সরকারী ঘোষণার বর্হিভূত। অনেকের পক্ষেই সে খবর জানা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের ফল প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। ফলাফল দেখে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। কারণ একই দিন একই সময় উল্লেখযোগ্য স্কুলসমূহে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সরকারী বিধান থাকায় তাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনুন্নতমানের স্কুলে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ ছিল না। তাই তারা ভাগ্য পরীক্ষার আর কোন সুযোগই লাভ করতে পারেনি।

এমতাবস্থায় বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ও হতাশ হয়ে পড়েছে তেমনি অভিভাবকদের দুশ্চিন্তারও অন্ত নেই। এই অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার শীকার হয়েছে শহর এলাকার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী। এদের ভবিষ্যৎ কি হবে তা ভেবে অভিভাবকরা অস্থির হয়ে উঠেছেন।

স্কুলে ভর্তি সংকট নিয়ে এ যাবৎ লেখালেখি কম হয়নি। কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি সংকট দুর করার কথা পূর্ব হতেই কর্তৃপক্ষ চিন্তা করে ভর্তি পরীক্ষার জন্য একটি মাত্র দিন ধার্য করে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। কতিপয় অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের স্কুলে ভর্তি হওয়ার ভিড় হ্রাস করার লক্ষ্যে এবারকার সরকারী বিধান চালু করা হয়ে থাকলে আমাদের বলার কিছুই নেই। তবে জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে আমাদের প্রস্তাব সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে সরকারী বেসরকারী স্কুলগুলোকে আরো একদিন ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা উচিত। অবশ্য এসব স্কুলে সঙ্গে সঙ্গে আসন সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে আর যেসব স্কুলে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে আসন সংখ্যার ভিত্তিতে আরো কিছু কিছু আসন বৃদ্ধি করে অপেক্ষাকৃত অধিক নম্বর প্রাপ্তদেরকে ঐ বর্ধিত আসন দেয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আনা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। অতিরিক্ত শিফট চালু করে এই সমস্যার সমাধান করা কঠিন হবে না। মোটকথা এবার নতুন ব্যবস্থার ফলে নতুনভাবে যে ভর্তি সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে তা দূর করার জন্য নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আমাদের আস্থা।

—মোজহারুল হক (বাবুল)